

## যৌথ অভিযান দায়মুক্তি আইন, ২০০৩

২০০৩ সনের ১ নং আইন

[২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০০৩]

অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, জনগণের নিরাপত্তা বিধান, সন্ত্রাস দমন এবং অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারের মাধ্যমে দেশে শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনে বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা প্রদানের জন্য সরকার কর্তৃক প্রতিরক্ষা বাহিনীকে ১৬ই অক্টোবর, ২০০২ তারিখে প্রদত্ত আদেশ এবং তৎপরবর্তী সময়ে প্রদত্ত আদেশসমূহ প্রদান ও ঐ সকল আদেশসমূহ বাস্তবায়নের জন্য কৃত যাবতীয় কার্য এবং উক্ত আদেশসমূহ বলে ও অনুসারে ১৬ই অক্টোবর, ২০০২ তারিখ হইতে ৯ই জানুয়ারি, ২০০৩ তারিখ কার্যদিবস পর্যন্ত সময়ের মধ্যে যৌথ অভিযানের সহিত সম্পৃক্ত কোন সদস্য বা ব্যক্তি বা শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যগণ কর্তৃক যৌথ অভিযানে কৃত যাবতীয় কার্যাদির জন্য তাহাদিগকে দায়মুক্ত করিবার লক্ষ্যে প্রণীত আইন।

যেহেতু অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, জনগণের নিরাপত্তা বিধান, সন্ত্রাস দমন এবং অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারের মাধ্যমে দেশে শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনে বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা প্রদানের জন্য সরকার কর্তৃক প্রতিরক্ষা বাহিনীকে ১৬ই অক্টোবর, ২০০২ তারিখে প্রদত্ত আদেশ এবং তৎপরবর্তী সময়ে প্রদত্ত আদেশসমূহ প্রদান ও ঐ সকল আদেশসমূহ বাস্তবায়নের জন্য কৃত যাবতীয় কার্য এবং উক্ত আদেশসমূহ বলে ও অনুসারে ১৬ই অক্টোবর, ২০০২ তারিখ হইতে ৯ই জানুয়ারি, ২০০৩ তারিখ কার্যদিবস পর্যন্ত সময়ের মধ্যে যৌথ অভিযানের সহিত সম্পৃক্ত কোন সদস্য বা ব্যক্তি বা শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যগণ কর্তৃক যৌথ অভিযানে কৃত যাবতীয় কার্যাদির জন্য তাহাদিগকে দায়মুক্ত করা জনস্বার্থে সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম  
ও প্রবর্তন

১। (১) এই আইন যৌথ অভিযান দায়মুক্তি আইন, ২০০৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা ৯ই জানুয়ারি, ২০০৩ তারিখ হইতে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

সংজ্ঞা

২। বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই আইনে,-

(ক) 'আদালত' অর্থ শৃঙ্খলা বাহিনী ও উহার সদস্যগণ সম্পর্কিত আইনের অধীন গঠিত আদালত ও ট্রাইব্যুনাল ব্যতীত সুপ্রীম কোর্টসহ যে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী আদালত বা ট্রাইব্যুনাল ;

- (খ) 'যৌথ অভিযান' অর্থ সরকার কর্তৃক ১৬ই অক্টোবর, ২০০২ তারিখের আদেশবলে প্রতিরক্ষা বাহিনী, বাংলাদেশ রাইফেলস্, পুলিশ বাহিনী, আনসার ও বেসামরিক প্রশাসন সমন্বয়ে পরিচালিত কার্যক্রম;
- (গ) 'প্রতিরক্ষা বাহিনী' অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ ভাগের ৪র্থ পরিচ্ছেদে উল্লিখিত প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগের আওতাভুক্ত স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনী;
- (ঘ) 'শৃঙ্খলা বাহিনী' অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫২ (১) এ সংজ্ঞায়িত শৃঙ্খলা বাহিনী।

৩। শৃঙ্খলা বাহিনী ও উহার সদস্যগণ সম্পর্কিত সকল আইন ব্যতীত আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে বা আদালতের কোন রায়ে যাহা কিছুই থাকুক না কেন,-

যৌথ অভিযানে কৃত যাবতীয় কার্যাদির জন্য দায়মুক্তি

- (ক) ১৬ই অক্টোবর, ২০০২ তারিখ হইতে ৯ই জানুয়ারি, ২০০৩ তারিখ কার্যদিবস পর্যন্ত সময়ের মধ্যে দেশের শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনে বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা প্রদানের জন্য সরকার কর্তৃক ১৬ই অক্টোবর, ২০০২ তারিখে প্রদত্ত আদেশ এবং তৎপরবর্তী সময়ে প্রদত্ত সকল আদেশ, উক্ত আদেশসমূহ বাস্তবায়নের জন্য কৃত যাবতীয় কার্য এবং উক্ত আদেশসমূহ বলে ও অনুসারে যৌথ অভিযানে নিয়োজিত শৃঙ্খলা বাহিনীর কোন সদস্য বা যৌথ অভিযানের অন্য কোন সদস্য বা দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক উক্ত সময়ের মধ্যে তাহার দায়িত্ব বিবেচনায় প্রদত্ত আদেশ, কৃত আটক, গ্রেফতার, তল্লাশী ও জিজ্ঞাসাবাদসহ সকল প্রকার কার্য ও গৃহীত ব্যবস্থা, প্রচলিত আইনে ও আদেশসমূহে যাহাই থাকুক না কেন, ১৬ই অক্টোবর, ২০০২ তারিখ প্রদত্ত আদেশ প্রদানকারী এবং উক্ত আদেশবলে ও অনুসারে আদেশ প্রদানকারী এবং কার্য সম্পাদনকারী, এবং যৌথ অভিযানে নিয়োজিত শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যগণকে তজ্জন্য সর্বপ্রকার দায়মুক্ত করা হইল;
- (খ) দফা (ক) এ উল্লিখিত ১৬ই অক্টোবর, ২০০২ তারিখে প্রদত্ত আদেশ বা তৎপরবর্তী সময়ে প্রদত্ত কোন আদেশ বা কার্যের দ্বারা কাহারও প্রাণহানি ঘটিলে, কাহারও জান বা মালের কোন ক্ষতি হইলে বা কাহারও কোন অধিকার ক্ষুণ্ণ হইলে বা কেহ আর্থিক, শারীরিক বা মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা কেহ অন্য কোনভাবে সংক্ষুব্ধ হইলে তজ্জন্য সংশ্লিষ্ট সকল আদেশ প্রদানকারীর বিরুদ্ধে বা কার্য নির্বাহীর বিরুদ্ধে বা উক্ত দফায় উল্লিখিত কোন সদস্য বা ব্যক্তি বা শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যগণের বিরুদ্ধে বা তাহাদিগকে আদেশ প্রদানকারীর বিরুদ্ধে বা উক্ত বাহিনীর কোন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বা যৌথ অভিযানে নিয়োজিত শৃঙ্খলা বাহিনীর অন্য কোন সদস্যের বিরুদ্ধে বা সরকার বা সরকারের কোন সদস্যের বিরুদ্ধে বা সরকারের কোন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কোন আদালতে কোন প্রকার

দেওয়ানী বা ফৌজদারী মোকদ্দমা বা কার্যধারা বা অন্য কোন প্রকার আইনগত কার্যধারা চলিবে না বা তৎসম্পর্কে কোন আদালতের নিকট কোন অভিযোগ বা প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না এবং এতদসম্পর্কে বা এই প্রকার কোন মোকদ্দমা বা কার্যধারা কোন আদালতে দায়ের করা হইলে বা এই ধরনের কোন মোকদ্দমায় বা কার্যধারায় বা প্রশ্নের ভিত্তিতে কোন রায়, আদেশ বা সিদ্ধান্ত দেওয়া হইলে তাহা বাতিল, অকার্যকর হইবে বা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

রহিতকরণ

৪। যৌথ অভিযান দায়মুক্তি অধ্যাদেশ, ২০০৩ (অধ্যাদেশ নং ১, ২০০৩) এতদ্বারা এইরূপে রহিত করা হইল যেন উহা জারী করা হয় নাই।

---